07 NOV 2012
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

যুগান্তর

৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পে দুর্নীতি

বিশেষ সংবাদদাতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক বিভাগ থেকে শিক্ষা সচিবকে চিঠি দেয়া হয়। এদিকে এ চিঠি পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে দায়সারা ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রকল্পের পিডি ও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সচিবকে শুধু সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে। অপরদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালককে পৃথক চিঠি দিয়ে প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

দুর্নীতি : প্রকল্পে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাউশির মহাপরিচালককে দেয়া চিঠিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকার করে নিয়েছে যে, ড্রইং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ত্রুটি হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের গুরুতর অনিয়ম দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরে একনেক বৈঠকে উত্থাপন করতে আইএমইডি (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। কিন্তু এর মধ্যে একনেক (জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী পরিষদ) বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও তা রহস্যজনক কারণে বৈঠকে উত্থাপন করা হয়নি। এ বিষয়ে আইএমইডির সহকারী পরিচালক নির্মল কুমার হালদার যুগান্তরকে বলেন, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন একনেক বৈঠকে উত্থাপন করতে তারা সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে তথ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এরপর কি হয়েছে তা তিনি জানেন না। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার না থাকলেও সে রকম একটি সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণীতে দেখানো হয়েছে। তারা খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন, যে বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়নি তা কার্যবিবরণীতে সহজ বিশেষ জুড়ে দিয়েছে। এভাবে চক্রটি প্রকল্প নির্দেশনা অমান্য করে বাস্তব চাহিদার (নিড বাসিস) ভিত্তিতে স্কুল ভবন নির্মাণের পরিবর্তে চারতলা ভিতের ওপর তিনতলা প্রটোটাইপ ভবন নির্মাণ করতে চায়। এরই মধ্যে প্রকল্প নির্দেশনা অমান্য করে যেসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো জায়েজ করাসহ ভবিষ্যতে এ অনিয়ম বহাল রেখে বাকি ১৪৩টি স্কুল ভবন নির্মাণ করতে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে। কেননা, চাহিদার ভিত্তিতে করা হলে এত ভবন তো করা যাবে না। আর ভবন নির্মাণ কম হলে সকল বিশেষের বাড়তি আয়-রোজগারও কম হবে। কিন্তু তারা এত বড় অনিয়ম এভাবে ছেড়ে দেবেন না। তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি একনেক বৈঠকে নিষ্পত্তি হতে হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে এ কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন দায়সারা রিপোর্ট তারা গ্রহণ করবে না। কেননা, এ অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে এরই মধ্যে দুদকও তদন্ত শুরু করেছে। এর আগে পিইসি (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) সভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) ব্যত্যয় ঘটিয়ে ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৯৯টি বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে যেসব অনিয়ম করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে আরডিপিপিতে সন্নিবেশিত, সার্ভেকৃত ৬৪টি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের আদর্শ মান অনুসরণ করে সার্ভের ভিত্তিতেই প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৪৬৫ কোটি টাকার মডেল স্কুল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। প্রকল্প নির্দেশনার বাইরে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বাস্তব চাহিদার (নিড বাসিস) ভিত্তিতে প্রথমে ৬৪টি জেলায় একটি করে স্কুলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। উল্টো এর বাইরে নিড বাসিস ছাড়া ৯৯টি স্কুলে টাইপ বিল্ডিং (একই ডিজাইনের নতুন ভবন) নির্মাণ করা হচ্ছে। একই পন্থায় আরও ১০০টি স্কুলে টাইপ বিল্ডিং নির্মাণের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে নিম্নমানের কম্পিউটার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কক্ষ না থাকায় ভালোভাবে সংরক্ষণের অভাবে অনেক স্কুলে এসব যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাউশির ও আইএমইডির পরিদর্শন রিপোর্টে এসব অনিয়ম বেরিয়ে এসেছে। ১৯ মার্চ এ বিষয়ে যুগান্তরে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রহণ করা ৩০৬টি স্কুলকে মডেল স্কুলে রূপান্তর করার প্রকল্পটি ২০১০ সালের জুন মাসে চালু করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রথমে প্রতিটি জেলায় একটি করে ৬৪টি স্কুলকে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হবে। এরপর ২য় পর্যায়ে সারাদেশে ১৫০টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ৯২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হবে।